কাপেতীয় সম্রাট নবম লুই

দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে সমগ্র ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক অবক্ষয় জনিত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বহু দেশেই রাজতন্ত্র ধীর, নিশ্চিত পদক্ষেপে তার আপন মহিমাময় আসনটিতে ফিরে আসছিল। জীর্ণতার এবং ক্ষুদ্রতার আবরণ উন্মোচন করে রাজশক্তির এই আত্ম প্রকাশ ফ্রান্সে বোধহয় সবচেয়ে লক্ষনীয় হয়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে জনমানসে এই ধারনা বদ্ধমূল হয়ে উঠে যে, একমাত্র রাজার পক্ষে সর্বজন গ্রাহ্য শাসন ব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা সম্ভব। একমাত্র রাজাই সামন্ত রাষ্ট্র গুলির অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। সমকালীন এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ফ্রান্সে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের সূত্রপাত করেছিলেন ফিলিপ অগাস্টাস। পরে তাকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন নবম লুই।

মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসে নবন লুইয়ের অবদান বিশেষ করে ফরাসী রাজতন্ত্রের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। প্রজাপুঞ্জের ইহ জাগতিক ও পরলৌকিক উন্নতি সাধনে সদা জাগ্রত নবম লুই তাই ইতিহাসে সেন্ট লুই নামে পরিচিত। খ্রিস্ট ধর্মে প্রাধান্য দান, চার্চের নৈতিক উন্নতি, প্রজাদের খ্রীস্টের বানী দ্বারা পরিচালিত করার মতো কাজে ঐ সময়ে অন্যকোন সম্রাটকে করতে দেখা যায়নি। তাই তার শাসনকাল বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

ফিলিপ অগাস্টের মৃত্যুর পরে তারপুত্র অষ্টম লুই তিনবছর শাসন করার পরে মারাগেলে কাপেতীয় রাজবংশ সংকটের মুখে পড়ে। তার পুত্র নবম লুই তখন নিতান্ত নাবালক। এই সময়ে ফ্রান্সের ভূস্বামীরা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে সামিল হয়। এই পরিস্থিতিতে রাজমাতা ব্লানশ শক্তহাতে হাল ধরেন। রোমান চার্চ ও ধর্মগুরু পোপের সহযোগিতা নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে শাসন ব্যাবস্থা পরিচালনা করতে থাকেন। মায়ের প্রভাবে মানুষ হয়ে নবম লুই ফরাসী রাজতন্ত্রে গভীর মহিমা সংযুক্ত করেছিলেন।

নবম লুই রাজনীতির জটিল আবর্ত থেকে মনুষ্যত্ব ও মানবিকতা বোধ কে নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরে মধ্যযুগের ইতিহাসে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। তার সদাচরী কর্তব্য নিষ্ঠা, নাইটদের গুন গুলি তার মহিমা প্রচারে সাহায্য করেছিল। মধ্যযুগের ইতিহাসে রাজার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়ে আর কেউ কক্ষনো রাজমুকুট ধারন করেনি। রাজবংশের গৌরব বৃদ্ধির সাথে সাথে খ্রীস্টের প্রতি বিশ্বাস তার সমস্ত চিত্তকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

একথা স্বীকার্য যে, নবম লুইয়ের সময়ে ফ্রান্স সৌরভ ও শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে পৌঁছেছিল। রাজশক্তিকে নিরঙ্কুশ, সীমানা বৃদ্ধি করেই তিনি থেমে যান নি, শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি বিশ্বাসই ছিল তার প্রেরনার উৎস। সেন্ট লুই ছিলেন মানব হিতৈষী ভাবধারার প্রতিনিধি। তিনি বুঝেছিলেন, পথভ্রষ্ট প্রজার পাপ স্পর্শ করে প্রজা পালককেও। তাই প্রজাদের শ্রদ্ধাচারী জীবন পালনে তিনি যত্নবান ছিলেন।

সুশাসনের জন্য তিনি রাজ কর্মচারীদের দুটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন।

১) পার্লমঁ ২) শাবর দে কঁমপল

পার্লমঁ তে স্থান পান আইনজ্ঞ কর্মচারীরা যারা বিচার করার কাজে রাজাকে সাহায্য করতেন। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটিতে রাজস্ব ও অর্থনীতিতে দক্ষ কর্মচারীদের নিয়ে গড়ে উঠে। প্রতিষ্ঠানগুলির নিরপেক্ষতা ও কর্মপ্রণালী ছিল উচ্চমানের। অন্যদিকে রাজ্যের প্রজারা কেমণ রয়েছে তা জানার জন্য অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করেছিলেন। এই দল সারা সাম্রাজ্য জুড়ে সংবাদ সংগ্রহ করে যথোপযুক্ত ব্যাবস্থা নেওয়ার জন্য সুপারিশ করত। এর ফলে অপরাধ প্রবণতা অনেকটাই কমে গিয়েছিল।

নবম লুই তার রাজতান্ত্রিক আদর্শকে জনপ্রিয় করার জন্য রাজ্যে গণিকা বৃত্তি ও জুয়া খেলা ও মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র বহন বন্ধ করে দিয়ে ছিলেন। ধনী, দরিদ্র, দীনহীন ও অভিজাতদের জন্য রাজপ্রাসাদ ছিল উন্মুক্ত। সুবিচারের অধিকারকে প্রজাদের জন্মগত অধিকারে পরিণত করেছিলেন। ক্লান্তিহীন প্রজা কল্যাণয়ের জন্য তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় থাকেননি তার সঙ্গে সঙ্গে রাজপথও মহিমা মণ্ডিত হয়েউঠেছিল।

তবে তার ধর্মীয় সংকীর্ণ তার জন্য চার্চের প্রতি সম্পর্কের দুটি দিকের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আজীবন সাধনা ছিল চার্চের বিধান অনুসারে জীবন পরিচালনা করা। যা পরবর্তীকালে কাপেতীয় শাসকদের সঙ্গে চার্চের বিরোধকে অবসম্ভাবী করে তুলে।তিনি কক্ষনো পোপের ক্রীড়নকে পরিণত হন নি। পার্থিব শক্তির জন্য লালায়িত, লাভ ক্ষতির চিন্তায় মগ্ন ত্রয়োদশ শতকের কোন পোপই ধর্ম বিষয়ে, ন্যায় অন্যায় বিষয়ে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এই ফরাসী রাজাকে শিক্ষা দানের সামান্যতম ক্ষমতা ছিল না। আবার ব্যাক্তি হিসেবে পোপের কোন অন্যায় কাজকে সমর্থন করেন নি। সৎ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন বলে প্রতিবেশীরা বাদ বিসংবাদের নিস্পত্তির জন্য তাকে আমন্ত্রণ করতেন।

তবে এটা স্মরণ করা যেতেপারে, ধর্মের প্রতি তার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা যেমন ছিল তেমনি অখ্রীস্টান দের প্রতি ছিল তার তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ। পরবর্তীকালের মানব সভ্যতার মূল্যবান অর্জন – মানবতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, উদার দৃষ্টি ভঙ্গি

Dr Mangal Kumar Nayak, Assistant Professor, Dept. of History, Narajole Raj College

তার মধ্যে খুঁজতে যাওয়া বৃথা। তার কাল ও পরিবেশকে তিনি অতিক্রম করতে পারেন নি। তাই বিধর্মী ও ধর্ম বিদ্বেষী দের বিরুদ্ধে সদা উদ্দত ছিল তার শাস্তি। ততোধিক চার্চ নির্দেশিত পথ বিচ্যুতিদের শাস্তি দানে যাজক দের তিনি ছাড়পত্র দিয়ে ছিলেন। তার আমলে বিধর্মীদের উপরে অত্যাচার বেড়ে গিয়েছিল। ধর্মদ্রোহীদের জীবন্ত দগ্ধ করার শাস্তি তার আমলেই শুরু হয়েছিল। নিন্দনীয়, নৃশংস এই সব

কাজের জন্য নবম লুইকে আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়েছেন বহু সমালোচক। তিনি ‘ধর্মের মোহে অন্ধ শাসক’ ছিলেন বলে ঐতিহাসিক R. F Fowtier তার The Capetian kings of France গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্নঃ

১। নবম লুই কে ছিলেন ? তিনি বিখ্যাত কেন ?
২। তুমি কি মনেকর নবম লুইয়ের সময়ে ফ্রান্সের রাজতন্ত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল ?
৩। নবম লুই কে কি ‘ধর্মের মোহে অন্ধ শাসক’ বলা যেতে পারে ?